কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপিলের বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতিঃ

মাননীয় বিচারপতি শেখর বি. সরাফ

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৯৮৫৩

মহম্মদ বসিরুদ্দিন আহমেদ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ **শ্রী মনিরুজ্জমান**

উত্তরদাতা নং ৬-এর জন্যঃ **মহম্মদ সরওয়ার জাহান**

শ্রী মায়িমুল হক

শ্রী মাইদল ইসলাম কায়াল

শুনানীঃ **সেপ্টেম্বর ২৫,২০২৩**

রায়ঃ **সেপ্টেম্বর ২৫,২০২৩**

<u>বিচারপতি, শেখর বি. সরাফ</u>

এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন। যেখানে রিট আবেদনকারী ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদের সচিব কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ, যেখানে আবেদনকারীকে অতিরিক্ত বেতনের বিপরীতে ১,৮৬,৫৯২/- টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এটি লক্ষণীয় যে আবেদনকারী ২০২২ সালের ৩১শে জানুয়ারি তিন এই বিশেষ চিঠিটি প্রকাশের কয়েক মাস আগে তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।

এটি লক্ষণীয় যে সুপ্রিম কোর্ট **পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার) এবং অন্যান্য (২০১৫) ৪ এস. সি. সি ৩৩৪-এ** রিপোর্ট করা অন্যান্য মামলা সহ রায়গুলির শৃঙ্খলে বলেছে যে বিভাগ-সি বা ডি কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পরে অতিরিক্ত অঙ্কন পরিমাণ সামঞ্জস্য করা যাবে না। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি এখানে নিচে বর্ণনা করা হয়েছেঃ-

" ১৭.....

এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, গ্রন্থাগারিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এম. এ, এম. এসসি, এম. কম এবং প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী বি. এল. আই. বি বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, এম. এল. আই. বি বিজ্ঞানের ডিগ্রি একটি অগ্রাধিকারযোগ্য যোগ্যতা) থাকা শর্ত সাপেক্ষে গ্রন্থাগারিকদের জন্য উপরোক্ত বেতন সমতা প্রসারিত হবে। ১৯৭২ সালের আগে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছিল। সাহেব রামের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের সংশোধিত বেতন স্কেলটি ভুলভাবে প্রসারিত করে একটি ভুল করা হয়েছিল, নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে, যদিও সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীরা এর জন্য অযোগ্য ছিলেন। সংশ্লিষ্ট আপিলকারীদের সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতি প্রয়োগ করে উচ্চতর মাত্রার জন্য যোগ্য বলে গণ্য করা হয়নি। "এই আদালত, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অনুমতি দেয়নি। এটি স্পষ্টতই করা হয়েছিল কারণ এই আদালত অনুভব করেছিল যে কর্মচারীরা যে পদের বিরুদ্ধে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছিল তার জন্য মজুরি পাওয়ার অধিকারী। বিষয়টির উপরের দৃষ্টিতে, আমরা মতামত দিচ্ছি যে কোনও নিয়োগকর্তার পক্ষে কোনও কর্মচারীকে উচ্চতর পদের মজুরি ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হবে, যার বিরুদ্ধে তাকে অন্যায়ভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যদিও তাকে নিম্নমানের পদের বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকার দেওয়া উচিত ছিল।

১৮. পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কর্মচারীদের পরিচালিত করতে পারে এমন সমস্ত কষ্টের পরিস্থিতি অনুমান করা সম্ভব নয়, যেখানে নিয়োগকর্তা ভুল করে তাদের অধিকারের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন। যাই হোক না কেন, উপরে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা একটি প্রস্তুত রেফারেন্স হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার আইনত অগ্রহণযোগ্য হবেঃ

(i) তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর (বা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পরিষেবা) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার।

(ii) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা এক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের আদেশ।

(iii) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার, যখন পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি হওয়ার আগে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(iv) এমন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার যেখানে কোনও কর্মচারীকে ভুলভাবে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়েছে, যদিও তাকে যথাযথভাবে নিকৃষ্ট পদের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা উচিত ছিল।

(v) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করা হলে তা অন্যায় বা কঠোর বা নির্বিচারে এমন পরিমাণে হবে, যা নিয়োগকর্তার পুনরুদ্ধারের অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যকে ছাড়িয়ে যাবে।

১৯. আবেদনকারী পাঞ্জাব রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান কৌঁসুলি আমাদের অবহিত করেছেন যে, এই আপিলের সমস্ত মামলাগুলি নির্বিবাদিতভাবে এখানে বর্ণিত প্রথম চারটি বিভাগের মধ্যে পড়বে। অতএব, উপরে উল্লিখিত আপিলগুলিতে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশগুলি (পুনরুদ্ধারের আদেশ বাতিল করে), উপরে নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য বহাল রাখা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

২০. আপিলগুলি উপরের শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়।"

সুপ্রিম কোর্টের উপরের রায়ের কথা মাথায় রেখে, এটা স্পষ্ট যে ওভারড্রন হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হয়েছে, তা উক্ত রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সেই অনুযায়ী, ১৩ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের চিঠিটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

এই আদালতকে জানানো হয়েছে যে আবেদনকারী এখনও পেনশনারি সুবিধা এবং অন্যান্য অবসরকালীন বকেয়া পাননি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতাদের অবিলম্বে তিন সপ্তাহের মধ্যে পেনশন প্রদানের আদেশ জারি করা এবং তারিখ থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে পেনশন শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, পেনশনের সমস্ত বকেয়া আট সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদান করা উচিত।

এই উপরের নির্দেশাবলীর সাথে, ২০২২-এর ডব্লিউপিএ ৯৮৫৩ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সমস্ত পক্ষকে এই আদেশের অনুলিপি ওয়েবসাইটে কাজ করতে হবে।

(বিচারপতি,শেখর বি. সরাফ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly